পিতা হিসেবে আমার অভিব্যক্তি

বনি আমিন

গত শনিবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যে একটি অচেনা কণ্ঠের ফোন পেলাম। ফোনকারক বল্লেন গত দু'দিন ধরে তিনি আমাকে খুঁজছেন। কারণ আসছেদিন রোববার তিনি ও তার সহযোগী সুশীল শ্রেনীর কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন থেকে তারা এবারো 'ট্যালেন্ট ডে' উদযাপন করতে যাচ্ছেন। প্রবাসী প্রতিভাবান সন্তানরা যারা চলতি বছরে অপরটিউনিটি ক্লাস (ও.সি), সিলেক্টিভ স্কুলে টিকেছেন এবং গত এইচ.এস.সি পরীক্ষাতে ভালো ফলাফল করেছেন সেই উদীয়মান তারকাদেরকে তারা পুরস্কৃত করবেন উক্ত অনুষ্ঠানে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে টেলিফোনকারক নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি জনাব আবদুল হক, বহুল পরিচিত সিডনীর একজন বাংলাদেশী গুরুজন। আমাকে উক্ত অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত থাকার জন্যে আমন্ত্রন জানালেন। কোনভাবে তিনি শুনেছেন আমার ছেলে উপল এবার এইচ.এস.সি পাশ দিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। আমি সাদরে তার আমন্ত্রন গ্রহন করলাম। কিন্তু ফোনটি রাখার পর বারবারই মনে প্রশ্ন আসছিল সিডনীতে এত-এত বাংলাদেশী অর্বাচীন সংগঠন, এত বাচাল নেতা এবং প্রতিবছর খোলামকুচি ঘুর্ণায়মান চর্কির মতো সিডনীতে এত পদক টপকিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে স্বল্পপরিচিত এই সংগঠনটি নিরলসভাবে দীর্ঘ ষোল বছর ধরে কেনইবা তা করে আসছে। এই মহতী কাজটি কি বিভিন্ন বাংলাদেশী এসোসিয়েশন, বাংলা প্রেসার এবং একুশ অথবা চারশ বিশ নামের সংগঠনগুলো এবং তাদের দাগী নেতারা করতে পারতেন না!(?) অষ্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী দুতাবাসও কি এই উদ্যোগটি কখনো নিতে পারতেন না!(?) দুতাবাস পিতা কি কখনো এধরনের অনুষ্ঠানে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন!(?) তাঁর কার্যালয় হয়তবা মনে করেন এধরনের পানসে অনুষ্ঠানে কোন 'নগদ-নেতা' নেই সুতরাং এধরনের নিরামিষ অনুষ্ঠানে কেনইবা আসা! কিন্তু তাঁদের এটি উপলব্ধি করা উচিত যে, অঙ্কুরিত এই প্রজন্মের মাঝেই হয়ত লুকিয়ে রয়েছে অনেক 'ভবিষ্যৎ-নেতা' এবং আগামী দিনের বৃটিশ রাষ্ট্রদুত আনোয়ার চৌধুরী অথবা মার্কিন রাষ্ট্রদুত ওসমান সিদ্দিকী যারা বিদেশের মাটিতে বেড়ে উঠেও বাংলাদেশকে আলোকিত করেছেন। পরবর্তীতে যাদের সান্নিধ্য পেতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও তাহাজ্জুতের নামাজ পড়ে কাকডাকা ভোরে ঘোড়ায় চড়া ভিক্ষুকের মত তাদের দুয়ারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। [১৯৯৬ সনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ ভ্রমন দ্রষ্টব্য। উক্ত বিষয়ে ভবিষ্যতে কখনো আলোচনা করবো।]

প্রচার বিমুখ ও বিনয়ী ব্যক্তি আবদুল হক সম্পর্কে বরাবরই আমার একটি উৎসাহ এবং অপ্রকাশিত শ্রদ্ধা ছিল। শুনেছি তার যোগ্যতা ও সনদ থাকা সত্তেও তিনি নামের আগে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ বর্ণ সহযোগে বিষর্গ সংযুক্ত করতে মোটেই উৎসাহী নন। অথচ সীমের বিচি কিংবা বকরীর বিষ্টা বিশ্লেষণ করে কত অখ্যাত ও দুর্ভাগা প্রবাসী বাংলাদেশী এই বিশেষনটি অর্জন করে নির্লজ্জভাবে নামের গোড়ায় তা লাগিয়ে আসছেন। তার উপরে আছে 'পদ্মফুলে গোবরের' মত কিছু গরু ও মুরগীর ডাক্তার, তারাও কম যায়না। নামের শুরুতে এরাও 'ডঃ অথবা ডাঃ' লাগানোর জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। কারণ নেতা হতে হবে, নেতারূপী এই কুলাঙ্গাররাই রাজ করছে আজ প্রবাসী সমাজে। আর নির্লজ্জভাবে তাদের সহযোগীতা করে যাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়াস্থ কর্মহীন দূতাবাস সহ দুই 'জাতিয় বিধবা'র তথাকথিত জাতিয়তাবাদী ও ডিজিটাল নেতারা।

আমাদের উপল ২৪ মার্চ ১৯৯২ সিডনীতেই জন্মগ্রহন করে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও একটি বিশেষ কারনে তাকে আমি কখনো প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে সাহস পাইনি। তবে ল্যাকেম্বাতে বসবাস করেও ১০ কিঃমিঃ দুরে হ্যাবারফীল্ড ও কনকর্ডের অতি সাধারন দুটি পাবলিক স্কুলে তাকে পাঠিয়েছি। আমাদের ইসাবেলাও ঠিক তেমনি দুরেই পড়ছে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দিনভর মহল্লায় আড্ডা দেয়া, মাঠে-মাঠে ডাঙ্গুলি খেলার মত ক্রিকেটের ব্যাট নিয়ে ঘুর ঘুর করা উপল থেকে আমি খুব বেশী আশা করিনি। এমনকি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ের 'গ্যাপ টাইমে' তার পাড়া বেড়ানো ও রাত জাগা আড্ডা থেমে থাকেনি। যারফলে তার পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আমি অনেকটা আতঙ্কেই ছিলাম। তবুও দু ইউনিটের 'লিগ্যাল ষ্টাডিজ' ও চার ইউনিটের ইংরেজী সাহিত্যে 'দুর্দান্ত' নম্বর এবং দু ইউনিটের অংক শাস্ত্রে 'ভরাডুবি' নম্বর নিয়ে গড় হিসেবে 'সর্বমোটে' সে আমাদের মুখ রেখেছে। মাত্র দশমিক এর ব্যবধানে কাঙ্খিত বিষয়টিতে পড়ার জন্যে সিডনীতে তাকে রাখা গেলনা। শেষ পর্যন্ত উলঙ্গংঙ্গ ইউনিতে ভর্তি হলো 'ব্যাচেলার অব ল'+'ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজ' এ ডাবল ডিগ্রী করার জন্যে।

তাকে 'ট্যালেন্ট ডে'র আমন্ত্রনের কথা বললাম। কিন্তু কিছুতেই যাবে না, এমনিতে সিডনীর কোন বাংলাদেশী জটলা (মেলা) অথবা একুশ-বাইশের মত কোন অনুষ্ঠানে তাকে টেনেও নেয়া যায়না। চাপাচাপি করলে বলে, "ওখানকার কাকুরা মঞ্চে উঠে সব সময় উল্টা-পাল্টা ইংরেজীতে কথা বলেন। শুদ্ধভাবে নিজের ভাষাই বলতে পারেন না অথচ বাংলা অনুষ্ঠানে তাঁরা ভুল-ভাল ইংরেজীতে জিকীর করে 'ওয়ানাবী অজি' সাজতে চায়। নিজেদের অজ্ঞাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সর্বদা ওরা হেয় প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল অনুষ্ঠান থেকে শেখার কিছু নেই।" ছেলের আক্ষেপে আমার হৃদয়ে অন্তঃক্ষরণ হয়। অনুধাবন করি তার অভিযোগগুলো তিক্ত সত্য এবং উপেক্ষা করার মত নয়। কারন, দেখা যায় এসকল সংগঠনের নেতারা 'বছর বিয়াল্লিশ'র মত ফীবছর বাংলামেলা এবং 'ছেলেধরা'র মত মাঝে-সাঝে বাংলাস্কুলের নামে ছাত্র সংগ্রহে বাড়ী বাড়ী ধন্না দিয়ে থাকে। অথচ সংশ্লিষ্ট ঐসকল অনুষ্ঠানগুলোতে মাইক্রোফোন হাতে পেলে ওরা 'ওয়ানা-গনা' ধরনের শব্দ কয়েক জুড়ে অশুদ্ধ ইংরেজীতে বাগাড়ম্বর করে থাকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে মঞ্চে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনে গর্বে তাদের চোখে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ক্বদাচিৎ কোন অনুষ্ঠানে তাদের সন্তানরা বাংলায় কিছু উচ্চারণ করলেও তা ইংরেজী হরফে লিখে দেয়া হয়। সমবয়সীদের সাথে ভন্ডামী পোষায় কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে তা একদম মানায় না। 'বাংলা প্রেসার' নামক সংগঠনের আত্মপ্রচার রোগে আক্রান্ত এক শীর্ষনেতা বছর কয়েক আগে উপলকে রবিবারের বাংলাস্কুলে দেয়ার জন্যে বেশ পীড়াপীড়ি করেছিলেন। আমি কিছুতেই রাজী হইনি, কারন তার নিজের সন্তানরাই কেউ শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে পারেনা এবং তিনি নিজেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'খবিশ' এর মত অনর্গল উল্টা-পাল্টা ইংরেজীতে বক্তব্য দেন। তাদের পরিচালনায় 'বাংলা স্কুল' এর হাল কী হবে সে আমার জানা আছে ঢের। শিক্ষা নয় মুলত কে কত ছাত্র ধরে আনলো সে প্রতিযোগিতায় নিজের পদটিকে পোক্ত করাই ওদের মূল উদ্দেশ্য। নেতারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন এবং ভন্ডামী না ছাড়লে পাড়ায় পাড়ায় যতই 'বাংলা স্কুল' হোক না কেন, রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগে বাংলা ভাষাকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা সেতো সুদুর পরাহত!!

অনেক চাপাচাপি করায় উপল শেষাব্দি রাজি হয় 'ট্যালেন্ট ডে' অনুষ্ঠানে যেতে। তবে আমাকে শর্ত গেঁথে দেয়, যদি পুরষ্কার নিতে তাকে মঞ্চে ডাকা হয় এবং কোন প্রশ্ন করা হয় অথবা কোন বক্তব্য রাখতে বলা হয়, তা যেন বাংলাতে করা হয়। বল্লাম, 'সিডনীর বাংরেজী ধারাটিকে ভাঙ্গতে তোমার লজ্জা করবে না? কারণ তোমার সমবয়সী অন্যান্য বাংলাদেশী ট্যালেন্টরাতো অনুষ্ঠানে ইংরেজীতেই কথা বলবে।' 'তা বলুক, আমি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহন করে বাঙ্গালী বাবা-মা'র কোলে লালিত-পালিত হয়ে বাংলা অনুষ্ঠানে ইংরেজীতে কথা বলতে পারবোনা' উপলের সোজাসাপটা উত্তর। বললাম, 'ইংরেজীতে এত দুর্দান্ত নম্বর পেলে, দীর্ঘদিন ধরে আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দলনেতা হয়ে এত দৌড়-ঝাঁপ করলে, কাল নাহয় কাকুদের সামনে দু-চার লাইন ইংরেজী ঝেড়ে দিও!!' কোনভাবেই রাজি হলোনা। বরং আমাকে বললো, অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে বাংলা হরফে আমি যেন তাকে একপৃষ্ঠার একটি বাংলা বক্তব্য লিখে দেই। [উপলের পড়া বাংলা হরফের স্ক্রীপ্ট]

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপল কখনো বাংলা লেখাপড়া শেখেনি। তবে ১৯৯৯ সনে মায়ের সাথে দেশে একবার ছ'সপ্তাহর জন্যে দাদুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলে তখন তাকে প্রথম বাংলায় হাতেখড়ি দেয়া হয়। দাদু ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে বাংলায় কথা বলতে কষ্ট হওয়াতে শেষের তিন সপ্তাহের জন্যে একজন বাংলা গৃহশিক্ষক রেখে তাকে 'ইন্টেনসীভ বাংলা' শেখানো হয়। তারপর থেকে ওর মা'য়ের একনিষ্ঠ চেষ্টা অবিরত চলে। খাবার টেবিলে বাংলা বলা বাধ্যতামুলক কানুন জারী হয় প্রথম। পরে ধীরে ধীরে সেই জুরিসডিকশন পুরো বাড়ী অবদি সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ বাড়ীর চৌহদ্দীর ভেতর ইংরেজী কথোপকথন নিষিদ্ধ। মা হাতে ধরে উপলকে বাংলা লেখা এবং পড়া শিখিয়েছে। পরবর্তীতে সিডনীতে তার কাকা, মামা, মাসী এবং উভয়পক্ষের 'তো' ভাই-বোনদের সাথে মেলামেশায় তা আরো সমৃদ্ধ হয়। আমার উপল বাংলায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারে দেখে আমি গর্বিত। ইংরেজী ভাল বলবে এটা অতি স্বাভাবিক, এটা তার 'ভুমিষ্ঠ ভাষা', তার ইংরেজী দক্ষতায় আমি গর্বের কিছু দেখিনা।

অনুষ্ঠানের দিন যথাসময়ে উপলকে বগলদাবা করে আমরা আদম-হাওয়া দুজনেই উপস্থিত। প্রচুর লোকের সমাগম দেখে আমি আশ্চর্য হই, পুরো হল ঠাসা অভিভাবক এবং ভবিষ্যতরা। স্থানের সংকুলান না হওয়াতে অনেকে

বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। জাত-ধর্ম র্নিবিশেষে শিক্ষিত ও প্রতিশ্রুতিশীল প্রচূর অভিভাবককে আমি আসতে দেখেছি। জনাব হকের একক প্রচেষ্টায় তিল তিল করে গড়ে ওঠা এ উদ্যোগটি যে এতবড় মহীরূহতে পরিনত হয়েছে তা আমি ভাবতেই পারিনি। তার সাংগঠনিক সহযোগী বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডঃ আয়াজ চৌধুরী, সরফরাজ আলম এবং প্রাক্তন প্রবাহ পত্রিকার সম্পাদক রফিকুল হাসান সহ অনেক গুনীজনের প্রচেষ্টায় সংগঠনটি হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো। সোনিয়া মামুন তার প্রয়াত মেধাবীভাই ফাহিম ভুঁইয়ার স্মৃতিতে সিলেক্টিভ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করেন। তার আগে ডঃ হক ও ডাঃ চৌধুরী ও.সি ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করেন। সবশেষে সম্প্রতি এইচ,এস.সি পাশ করা ইউনির নুতন ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। তাদের এই আয়োজনে বিনয়াবনতা ও ভিন্নতা ছিল। সন্তানের পাশাপাশি তাদের পিতামাতাকেও একে একে মঞ্চে ডেকে আনা হয়। তাদের হাতেই তাদের সন্তানদের কণ্ঠে পদক পরিয়ে দেয়া হয়। দু একজন গর্বিত পিতা মাতাকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্যে মঞ্চে আমন্ত্রন জানানো হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠে চৌকষভাবে সঞ্চালন করেছিলেন তানভীর শহীদ। মিতভাষী জনাব হক বিরক্তিহীন পরিমান সময় তার বক্তব্য রাখেন। ডাঃ আয়াজ চৌধুরীর উপস্থিতি ও আদি-অন্ত সহযোগিতা পুরো অনুষ্ঠানটিকে আলোকিত করেছিল। মাইক্রোফোনের শব্দ দুর্বলতায় অনেকের বক্তব্য ফেটে গিয়েছিল, বোঝা যায়নি। রবিবার রাতে না হয়ে শনিবার হলে অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হতো। উপস্থাপক ইংরেজী এড়িয়ে গেলে অনুষ্ঠানটি ষোলকলায় সমৃদ্ধ হতো বলে অনেকেই গলা খাঁকড়িয়েছেন। এইচ.এস.সি পাশ দু একজন ছাত্র/ছাত্রীকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করা ছিল অত্যন্ত শ্রুতিকটু। সংগঠকরা আগামীতে বাংলার প্রতি আরেকটু শ্রদ্ধাশীল হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা উৎসাহিত হবে। অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অঢেল এবং সুস্বাদু হরেক পদের পিঠে, চনাভুনা ও স্যান্ডউইচ রাতের ডীনারের পরিপূরক ছিল।

উপলকে মঞ্চে ডাকার আগেই তার শর্তের বিষয়টি আমি অনুষ্ঠানের কর্ণধার ডঃ হক এবং ডাঃ চৌধুরীর কানে বিনয়ের সাথে পৌঁছে দেই। উপলের অনুরোধের বিষয়টি শুনে তারা যতটুকু উৎসাহ প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে অধিকগুন আশ্চর্য্য হয়েছেন আমার ছেলের শর্ত শুনে। তারা সাদরে আমার অনুরোধ গ্রহন করলেন এবং উপস্থাপককে সে মোতাবেক নির্দেশনা দিলেন। যথা সময়ে উপলের ডাক আসে এবং উপস্থাপকের কয়েকটি বাংলা প্রশ্নের বাংলা উত্তর দিয়ে অবশেষে বাংলা হরফে লেখা তার শুভেচ্ছা বক্তব্যটি পড়ে শোনায়। মুহুর্মুহু করতালিতে তাকে সকলে অভিনন্দন জানায়। হড়হড়িয়ে তার বাংলা বলা ও পড়া শুনে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হন এবং বেশ কয়েকজন আমার বিবি হাওয়াকে ঘিরে জিজ্ঞেস করেন উপল কি বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছে? কতদিন ধরে অষ্ট্রেলিয়াতে থাকছে? ইত্যাদি। অনুসন্ধিৎসু দু-একজন উপলের স্ক্রীপ্টটি এক নজর দেখার জন্যে এগিয়ে আসেন। ডঃ নার্গিস বানু এ ভীড়ে উপলের হাত থেকে স্ক্রীপ্টটি এক রকম কেড়ে নেন এবং সত্যি সত্যি বাংলা হরফে লেখা দেখে তিনি যারপরনাই আশ্চর্য্য হন। তার পরবর্তি রেডিও অনুষ্ঠানে উপলের সাক্ষাৎকার নেয়ার বিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। সিডনীতে প্রথমবারের মত অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহন এবং বেড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র বাংলা হরফে লেখা বক্তব্য শুদ্ধ উচ্চারণে মঞ্চে অনর্গলভাবে পড়লো বলে ডঃ নার্গিস সহ আরো কয়েকজন অভিভাবক সেদিন আমাকে জানালো। আমি তা জানতাম না, জানতেও চাইনি। নিজের অজান্তেই কখোন যে আমার বুকের ছাতি ফুলে শার্টের দুটো বোতাম ছিঁড়ে গেছে খেয়াল করিনি। সিডনীর তথাকথিত বাংলাস্কুলের চৌকাঠ ভুলেও কখনো মাড়ায়নি তারপরেও উপল বাংলায় 'প্রয়োজন মোতাবেক' স্বয়ং সম্পন্ন দেখে আমি প্রকাশ্যে নিজেকে গর্বিত মনে করলাম। পিতা হিসেবে ওর কাছে সব সময় আমি দুটো উপদেশ বয়ান করে থাকি ঃ

১. বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, বাংলাদেশ এবং গুরুজনদের প্রতি সদা শ্রদ্ধা রেখো।
২. সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীরা কপট/ভন্ড, তাদের কাছ থেকে সদা সাবধান থেকো।

আমার এ মন্তব্যে অনেকে হয়তবা উষ্মা প্রকাশ করবেন অথবা আহতও হবেন। আমি সকলকে এক কাতারে সামিল করছিনা। তবে আমার এসব মন্তব্য যাদের গায়ে লাগবে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাতারে রয়েছেন এটা আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি। আমার চেয়ে শত-সহস্রগুন জ্ঞানী ও গুনী বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব সিডনীতে আছেন স্বীকার করি। পার্থক্য এটুকু, তারা চোখ মুদে থাকেন আর আমি খুলে রাখি। আগামীতে উপলের মত আরো অনেক বাংলাভাষী নুতন প্রজন্মের সন্তানদের সিডনীতে দেখতে পাবো, সে আশায় বুকে পাথর বেঁধে রইলাম।

চলতি বছরের সকল মেধাবীদের তালিকা, বিস্তারিত বিবরণ ও ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন